সংবাদ

তারিখ 31 Oct 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

আইইউটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সহজ করার জন্য বগুড়ায় পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

গাজীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সুদীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কালপরিক্রমায় মুসলমানদের সে অগ্রযাত্রার গতি হয়ে পড়ে শ্লথ। তাই ওআইসি'র ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সে ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার। এক্ষেত্রে আইইউটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ ওমেন' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকালে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে অবস্থিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আইইউটির ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এম. আনোয়ার হোসেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রেজিস্ট্রার মো. আহসান হাবিব। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব এবং আইইউটির চ্যান্সেলর ড. আবদেল ওয়াহেদ বেলকেজিজের বাণী পাঠ করেন সংস্থার সহকারী মহাসচিব রাষ্ট্রদূত খালিদ সালিম। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোর্শেদ পৃথক ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুধবার গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র প্রদান করেন।

পৃথক ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খান, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান এবং ওআইসির সহকারী মহাসচিব খালিদ সালিম। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণের শেষ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের ২৭তম সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন কোর্সে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ওআইসি সদস্যভুক্ত ১৪টি দেশের ২শ' ২১ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক বাংলাদেশের ৭০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশের ছাত্র খন্দকার হাবিবুল কবির ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৫ পয়েন্টের মধ্যে ৪.৯৬ পয়েন্ট পেয়ে ওআইসি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া ক্যামেরুনের ছাত্র বাবা সামাদাউ এবং বাংলাদেশের ছাত্র ফাহিম কাওসার ও মো. রাজিব উল আলম আইইউটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়।

এর আগে সকাল ১১টায় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে পৌঁছলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, গভর্নিং বোর্ড, একজিকিউটিভ কমিটি এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবর্তন গাউন পরিধান করে সম্মানিত অতিথি ও অন্য অতিথিবর্গসহ বর্ণাঢ্য সমাবর্তন শোভাযাত্রাসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মূল অনুষ্ঠানমঞ্চে এসে পৌঁছেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ফজলুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম. এ মান্নান, সাবেক এমপি হাসানউদ্দিন সরকার, গাজীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, কূটনৈতিক কোরের ডিন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলিম উম্মার দেশগুলোতে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে আইইউটি যে ভূমিকা রেখে চলেছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এখানকার শিক্ষক, স্টাফ মেম্বারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে— এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ও ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের অ্যাকাডেমিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষা সামগ্রী বিনিময়, যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য বিশ্বের উন্নত দেশের কয়েকটি প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এর ফলে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আইইউটির স্নাতকগণ আংশিক বা পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। চাকরির বাজারেও এ প্রতিষ্ঠানের চাহিদাক্রমেই বাড়ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আইইউটি কারিগরি ও প্রকৌশল বিষয়ে উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ইসলামি উম্মার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন। কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তার সে মহতী আহ্বানে ওআইসির দেশগুলো ইতিবাচক সাড়া দেয়। এ প্রতিষ্ঠানের স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করে ওআইসি বাংলাদেশকে সম্মানিত করে।

সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাজীবন শেষে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা অর্জনের এ আনন্দঘন মুহূর্তে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ শতকের প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও তোমাদের দক্ষ জ্ঞান ও মেধার স্বাক্ষর রাখবে— এটাই সকলের প্রত্যাশা।